আইসিটি অধিদপ্তর, শেরপুর, বগুড়া

প্রস্তাবঃ

১) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে এবং সেবা জনগনের হাতে পৌছে দিতে যেসকল অধিদপ্তরের সফটওয়্যার তৈরি করা প্রয়োজোন সেসকল অধিদপ্তর বর্তমানে বিদ্যমান এনালগ সিস্টেমের বর্ননাসহ সফটওয়্যার তৈরির জন্য আইসিটি অধিদপ্তরকে অবহিত করবে। আইসিটি অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সফটওয়্যার তৈরি করে নিলেও এক্ষেত্রে আইসিটি অধিদপ্তর ওয়াচডোগের ভুমিকা পালন করবে। যার ফলে বিভিন্ন অধিদপ্তরের সফটওয়্যার গুলোর নিরাপত্তা কাঠামো, সফটওয়্যার তৈরির প্রযুক্তির মান ঠিক থাকবে। সফটওয়্যারের কোন ত্রুটি দেখা গেলে আইসিটি অধিদপ্তরের কাছে জবাব চাওয়া যাবে।

উদাহরণঃ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত অবকাঠামো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিনির্মান করে। ঠিক তেমনি সফটওয়্যার তৈরির প্রয়োজন হলে আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হবে।

২) বর্তমানে হ্যাকারদের দৌড়াত্ম্যের কারনে অনেকে হয়রানির শিকার হচ্ছে। কেউ কেউ সামাজিক মাধ্যম যেমনঃ ফেসবুক, লিংকইন্ড অথবা বিভিন্ন সফটওয়্যারের নিয়ন্ত্রণ হারায়। এক্ষেত্রে উপজেলা, জেলা,বিভাগ পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে। ভুক্তভুগি আইসিটি কার্যালয়ে অবহিত করলে আইসিটি অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার অথবা সোশ্যাল আইডির নিয়ন্ত্রণ পুনরদ্ধার করবে। উপজেলা আইসিটি কার্যালয় না উদ্ধার করতে পারলে জেলা আইসিটি কার্যালয়ে উদ্ধার হবে অথবা বিভাগীয় আইসিটি কার্যালয়ে উদ্ধার হবে। একইসাথে আইসিটি অধিদপ্তর অপরাধীকে খুঁজে পেতে এবং আইনের আওয়াতায় আনতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবে।

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
সহকারী প্রোগ্রামার
উপজেলা কার্যালয়, আইসিটি অধিদপ্তর, শেরপুর, বগুড়া